

এর পক্ষে নিযুক্তি বিজ্ঞ স্টেট ডিফেন্স কৌশলির জেরায় বলেন যে, ০৫/১০/১৯ তারিখে আবরার ফাহাদ শিবির করে তাকে ধরতে হবে মর্মে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা আপনি মিথ্যা বলেছেন-সত্য নয়। ঐ দিন গেস্ট হাউজে কোন মিটিং হয় নাই-সত্য নয়। তানিম ও রাফিদ ছিল মর্মে বক্তব্য মিথ্যা বলেছেন-সত্য নয়। আপনি ট্রাইব্যুনাতে সত্য গোপন করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন-সত্য নয়।

আসামী অমিত সাহা, মুহতাসিম ফুয়াদ, ইশতিয়াক

আহমেদ মুন্না, মোঃ মোয়াজ ওরফে মোয়াজ আবু হোরায়েরা ও মোঃ আকাশ হোসেন জেরা ডিক্রাইন।

পি.ডাব্লিউ-২৩ সাখাওয়াত ইকবাল অভি তার জবানবন্দীতে বলেন-

ঘটনার তারিখ ০৬/১০/২০১৯ইং। উক্ত তারিখে আমি বুয়েটের

ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের, ১৭ তম ব্যাচের

ছাত্র। বিগত ০৬/১০/২০১৯ইং তারিখ রাত অনুমান

৮:০০ টার দিকে ১৬তম ব্যাচের মনিরুজ্জামান মনির
 ম্যাজেস্টারে সবাইকে নিচে আসতে বলে । ঐ মেসেজটি দেখে আমি
 আমার রুম নং ২০৩ থেকে নিচে যাই । সেখানে কাউকে দেখতে না
 পেয়ে রুম নং-১০০৭ এর সামনে দাড়িয়ে ভাত খাওয়ার জন্য রুম
 নং-৪০০৬ এ থাকা সাইফুলকে ফোন দিয়ে নিচে আসতে বলি ।
 এরপর সাইফুল নিচে নামলে ক্যান্টিনের বাইক স্ট্যান্ডে ১৭তম
 ব্যাচের এহতেশামুল রাব্বি তানিম, মুনতাসির আল জেমি, এ.এস
 এম নামজমুস সাদাত, হোসাইন মোহাম্মদ তোহা দের দেখতে
 পেয়ে আমি ও সাইফুল তাদের কাছে যাই । এরপর আমি ওদের
 জিজ্ঞাসা করি, ভাইয়েরা ডাকছে কোথায়? এহতেশামুল রাব্বি
 তানিম বলে ‘ভাইয়েরা আসবে, আগে আমাদের সাথে ১০১১ নং
 রুমে চল, আবরারকে ও ভাইয়েরা ডাকছে’ । এরপর আমি ও
 সাইফুল ইসলাম ওদের পিছে পিছে ১০১১ নং রুমে যাই । এরপর ঐ রুমে

আমি তানভীর আহমেদ সৈকত এর সাথে কথা বলতে থাকি । তখন
 এহতেশামুল রাব্বি তানিম আবরারকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলে,
 তোকে ভাইয়েরা ২০১১নং রুমে ডেকেছে । এরপর আবরার ফ্রেস
 হয়ে আসলে এহতেশামুল রাব্বি তানিম এবং এ.এস.এম নাজমুস
 সাদাত কে নিয়ে ২০১১ নং রুমে যাই । তখন এহতেশামুল রাব্বি
 তানিম আমাকে এবং সাইফুল ইসলামকে বলে তোরাও চল ।
 এরপর আমি ও সাইফুল ইসলাম ১০১১ রুম থেকে বের হই ।
 এরপর ১০০৮ নং রুমের সামনে শামীম বিল্লাহকে একটি নতুন
 হেলমেট সহ দেখি । এরপর আমি, সাইফুল ইসলাম ও শাহিন
 আলম নুতন হেলমেটটি দেখতে থাকি । এর মধ্যে এহতেশামুল
 রাব্বি তানিম ও এএসএম নাজমুস সাদাত আবরারকে নিয়ে ২০১১
 নং রুমের উদ্দেশ্যে ২য় তলায় দিকে যায় । এরপর হেলমেটটি
 দেখার সময় হোসাইন মোহাম্মদ তোহা আমাকে ও সাইফুল

ইসলামকে আবারো ২০১১ নং রুমে যেতে বলে । তখন আমি ভয় পেয়ে যাই । কারণ এর আনুমানিক ৭/৮ মাস আগে বুয়েটের শেরেবাংলা হলের ছাদে ১৬তম ব্যাচের অমিত সাহা আমাকে সালাম না দেওয়ার অপরাধে ক্রিকেট স্ট্যাম্প দিয়ে পিটিয়ে আমার হাত ভেঙ্গে দিয়েছিল । (এই সময় সাক্ষী তার ডান হাতের কজির উপরে হাতের মাঝামাঝি স্থানের ভিতর ষ্টীলের লোহার প্লেট আছে বলে জানায়) । এমতাবস্থায় রাত অনুমান ০৮:২০ ঘটিকায় আমি ও সাইফুল ইসলাম ২০১১নং রুমের দিকে যাই । গিয়ে সেখানে ১৬ ব্যাচের মনিরুজ্জামান মনির, খন্দকার তাবাক্কারুল ইসলাম তানভির, ইফতি^৫ মোশাররফ সকাল এবং মুজতবা রাফিদ ও ১৭তম ব্যাচের এহতেশামুল হক তানিম, এ এস.এম নাজমুস সাদাত এবং হোসাইন মোহাম্মদ তোহাকে খাটে বসে থাকতে দেখি । ঐ সময় আবরারকে ২০১১ নং রুমের মাঝখানে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল

দেখতে পাই। এরপর আমি ও সাইফুল ইসলাম ঐ রুমের খাটে বসি। এরপর মুনতাসির আল জেমি আবরারের ০২ (দুই) টি মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ নিয়ে ২০১১ নং রুমে প্রবেশ করে এবং উক্ত মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ গুলো ১৬ ব্যাচের উক্ত ভাইদের নিকট ফোন ২টি ও ল্যাপটপ চেক করার জন্য দেয়। এরপর ১টি মোবাইল ইফতি^১ মোশাররফ সকাল ও অন্য মোবাইলটি মোস্তফা রাফিদ এবং ল্যাপটপটি মনিরুজ্জামান মনির এবং খন্দকার তাবাবককারুল ইসলাম তানভীর চেক করতে থাকে। এর মধ্যে ২০১১ নং রুমে ১৭ ব্যাচের মোর্শেদ অমর্ত্য ইসলাম, সামছুল আরেফিন রাফাত এবং মাজেদুর রহমান মাজেদ ও ১৬ ব্যাচের মুজাহিদুর রহমান প্রবেশ করে। এরই মধ্যে কোন একসময় মোস্তফা রাফিদ চলে যায় এবং মোস্তফা রাফিদের সাথে জেমিও বের হয়। এরপর ইফতি^১ মোশাররফ সকাল ঐ রুমে থাকা

আবরারকে জেরা করতে শুরু করে যে, তুই শিবির করিস কিনা?

আবরার বলে না আমি শিবির করিনা এবং আমি কখনো এগুলোর

সাথে সম্পৃক্ত ছিলামনা। এরপর অনুমান রাত ০৯:০০টার দিকে

১৫ ব্যাচের অনিক সরকার, মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন এবং মেহেদী

হাসান রবিন ২০১১ নং রুমে প্রবেশ করে। এরপর পুনরায় উক্ত ১৫

ব্যাচের তিনজন আবরার ফাহাদের মোবাইল ও ল্যাপটপ চেক

করতে থাকে এবং খন্দকার তাবাককারুল ইসলাম তানভীর,

মনিরুজ্জামান মনির ও ইফতি মোশাররফ সুকাল এতদ্বারা ওর

মোবাইল ও ল্যাপটপ চেক করে যা পেয়েছে তা দেখায়। এরপর

মেহেদী হাসান রবিন আবরারকে জেরা করে যে ও শিবির করে

কিনা? আবরার বলে না, আমি শিবির করি না। এরপর অনুমান

রাত ০৯:৪৫ মিনিটের সময় মেহেদী হাসান রবিন আবরারের মুখে

চড় খাপড় মারা শুরু করে। এরপর মেফতাহুল ইসলাম জিয়ন

আবরারের মুখে চড় থাপ্পড় মারে । আরো পরে ইফতি^৬ মোশাররফ
সকাল আবরারকে চড় থাপ্পড় মারে এবং জেরা করে যে, সে শিবির
করে কিনা? তখন আবরার বলে আমি শিবির করি না । এরপর
ইফতি^৬ মোশাররফ সকাল ক্রিকেট স্ট্যাম্প আনতে বললে ১৭ ব্যাচের
কোন একজন একটি ক্রিকেট স্ট্যাম্প ২০১১ নং রুমে আনে । ঐ
স্ট্যাম্প দিয়ে ইফতি^৬ মোশাররফ সকাল আবরারের নিতম্বে মারতে
শুরু করে । আসামী ইফতি^৬ মোশাররফ সকাল আবরার ফাহাদকে
মারতে মারতে ক্রিকেট স্ট্যাম্পটি ভেঙ্গে দুটুকরা হয়ে যায় । ক্রিকেট
স্ট্যাম্পটি ভেঙ্গে গেলে এহতেশামুল হক রাবিব তানিম আরেকটি
স্ট্যাম্প আনে । ঐ ক্রিকেট স্ট্যাম্প দিয়ে অনিক সরকার মারতে থাকে
এবং আবরারকে বলে তুই স্বীকার কর যে তুই শিবির করিস ।
এরপর আমি ভয় পেয়ে যাই । তখন আমি মনিরুজ্জামান মনিরকে
বলি ভাই আমি ভাত খেতে যাব । তখন অনুমতি পেয়ে আমি আর

সাইফুল ইসলাম ২০১১ নং রুম থেকে বের হয়ে যাই। এই ঘটনা কাউকে জানালে আমাকেও মারতে পারে এই জন্য আমি ঘটনা কাউকে বলি নাই। এরপর আমি এবং সাইফুল ইসলাম এলিফ্যান্ট রোডে ষ্টার হোটেলে খেতে চলে যাই (এখান থেকে আমি ও সাইফুল চলে আসি এবং আমি আমার শেরেবাংলা হলের ২০৩ নং রুমে চলে আসি এবং ঘুমিয়ে পড়ি। এরপর ০৭/১০/২০১৯ইং তারিখে অনুমান রাত ০৩:২০ মিনিটে সাইফুল ইসলাম আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে এবং বলে আবরার ফাহাদ আর নেই) আবরার ফাহাদা মারা গেছে। আমি তখন অনেকক্ষণ কান্না করি। এরপর শেরেবাংলা হলের ২০৩ নং রুম থেকে নীচে নামি। ওখানে নেমে স্যারদের দেখি। এরপর পুলিশ দেখি। এরপর পুলিশ আবরার ফাহাদের মৃত দেহ ঢাকা মেডিকেল নিয়ে যায়। ট্রাইব্যুনালের ডকে আসামীদের সনাক্ত করেন। আমি যাদের নাম বলেছি তাদের মধ্যে

মোস্তুফা রাব্বি এবং এহতেশামুল হক রাফিদ তানিম নাই । এই

আমার জবানবন্দি ।

আসামী অমিত সাহা পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ কৌসুলির জেরায়
এই সাক্ষী বলেন যে-অমিত সাহা আমার এক ব্যাচের সিনিয়র ।
আমি ভয়ে হল ও থানায় কোন অভিযোগ করি নাই যে অমিত সাহা
আমাকে ক্রিকেট ষ্ট্যাম্প দিয়ে পিটিয়ে আমার হাত ভেঙ্গেছে । আমি
রাজনীতি করি না । ছাদে উঠার কোন সিড়ি নাই-সত্য নয় । ছাদে
উঠতে গিয়ে আপনার হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল-সত্য নয় ।
০৬/১০/১৯ইং তারিখে আমি আসামী অমিত সাহাকে দেখি নাই ।
আপনি অমিত সাহাকে ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য অদ্য
ট্রাইব্যুনালে অমিত সাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন-সত্য নয় ।

আসামী এস.এম মাহমুদ সেতু, মোঃ শামীম বিল্লাহ এবং মোঃ

মিজানুর রহমান ওরফে মিজান গণপক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ কৌসুলির

জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে-পূর্বের জেরা এডপ্ট করা হয়েছে।

আসামী শামীম বিল্লাহ ২০৪ নং রুমে থাকত। আমার ও শামীম

বিল্লার রুম পাশাপাশি। ১০০৮ নং রুম আলাদা ব্লকের নীচ তলায়।

মাথায় হেলমেট আমি দেখেছি। শামীম বিল্লাহ আমার সাথে যায়

নাই।

আসামী মোঃ মেহেদী হাসান রবিন ওরফে শান্ত, ইফতি^{৬২}

মোশরারফ সকাল, মুনতাসির আল জেমি গণ পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ

কৌশলির জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে-পূর্বের জেরা এডপ্ট করা

হয়েছে। মেসেঞ্জার গ্রুপ এসবিএইচএসএল ১৬+১৭ এর সদস্য

হতে হলে আওয়ালীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ হতে হবে-সত্য নয়।

আপনি মামলার ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য আপনাকে

মেরে হাত ভাঙ্গা হয়েছে গল্পের অবতারণা করলেন-সত্য নয়।

ধানমন্ডি ২ নং রোডে সিটি কলেজের পাশে ষ্টার কাবাব হোটেল

জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে-পূর্বের জেরা এডপ্ট করা হয়েছে।

আসামী শামীম বিল্লাহ ২০৪ নং রুমে থাকত। আমার ও শামীম

বিল্লার রুম পাশাপাশি। ১০০৮ নং রুম আলাদা ব্লকের নীচ তলায়।

মাথায় হেলমেট আমি দেখেছি। শামীম বিল্লাহ আমার সাথে যায়

নাই।

আসামী মোঃ মেহেদী হাসান রবিন ওরফে শান্ত, ইফতি^{৬২}

মোশরারফ সকাল, মুনতাসির আল জেমি গণ পক্ষের নিযুক্ত বিজ্ঞ

কৌশলির জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে-পূর্বের জেরা এডপ্ট করা

হয়েছে। মেসেঞ্জার গ্রুপ এসবিএইচএসএল ১৬+১৭ এর সদস্য

হতে হলে আওয়ালীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ হতে হবে-সত্য নয়।

আপনি মামলার ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য আপনাকে

মেরে হাত ভাঙ্গা হয়েছে গল্পের অবতারণা করলেন-সত্য নয়।

ধানমন্ডি ২ নং রোডে সিটি কলেজের পাশে ষ্টার কাবাব হোটেল